কোটচাঁদপুরে চোর আটক, থানায় মামলা

ভাড়াটে হিসেবে খুলনা থেকে চুরি করতে এসে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন এক চোর। সহযোগীরা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। রোববার সকালে ঘটনাটি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী আরব হোসেন।

নাইট গার্ড শরিফুল ইসলাম বলেন, “রাত আনুমানিক ৩টার দিকে আজম ভাইদের ভবন থেকে একটি শব্দ শুনতে পাই। পরে আরব ভাইকে ডেকে তুলি। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পুলিশ ছাদে উঠে এক চোরকে দেখতে পায়। পালানোর চেষ্টা করে সে। প্রথমে তিনতলা ভবন থেকে দ্বিতীয় তলায় এবং পরে দ্বিতীয় তলা থেকে মাটিতে লাফ দেয়, এতে সে গুরুতর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে, তবে তার সহযোগীরা পালিয়ে যায়।”

আটককৃত চোরের নাম সোহেল আহম্মেদ। তিনি খুলনার সাচি বুনিয়া লবনচোরা গ্রামের দেলবার আহম্মেদের ছেলে। পলাতকরা হলেন একই এলাকার আলামিন হোসেন এবং আব্দুল গফুরের ছেলে (নাম উল্লেখ হয়নি)।

ভুক্তভোগী আরব হোসেন কোটচাঁদপুর থানায় দুইজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ২/৩ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেছেন। তার ভাই আরিফুল ইসলাম বলেন, “নাইট গার্ড সজাগ না থাকলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারত। তার সতর্কতার কারণেই আজ আমরা রক্ষা পেয়েছি।”

ধৃত চোর স্বীকার করেছেন, তিনি ভাড়াটে হিসেবে চুরি করতে এসেছিলেন। ধরা পড়ার পর তার সহযোগীরা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আহত চোরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনাটি নিয়ে মামলা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মই উদ্ধার করা হয়েছে।”

দর্শনা ইমিগ্রেশনে আওয়ামী লীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহের আওয়ামী সরকারের সাবেক জিপি ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিকাশ কুমার ঘোষকে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসা শেষে দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ভারত থেকে ফেরার সময় দর্শনা ইমিগ্রেশন বিভাগের পুলিশ আটক করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৪ টায় তাকে আটক করা হয়। বিকাশ কুমার ঘোষ (৫০) ঝিনাইদহের খর্দ এলাকার বিমল কুমার ঘোষের ছেলে। এ সময় তার সাথে স্ত্রী ও মেয়ে ছিল।

দর্শনা চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ মোঃ রমজান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান- সাবেক জিপি বিকাশ কুমার ঘোষের পাসপোর্টে গত ১৫ মে ভারতে যাবার পর ব্ল্যাক লিস্টেড হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত ৫ আগস্ট বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। তিনি হাইকোর্টের জামিন আছেন দাবী করলেও আমাদের কাছে কোন আপডেট নেই, সংগত কারণেই তাকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশের নিকট বিকাল সোয়া ৫টায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বিপুল কুমার ঘোষ এই প্রতিবেদকের নিকট দাবী করেন- তিনি জিপি থাকলেও তেমন কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড করেননি এবং গত ৯ মার্চ থেকে ৬ মাসের জামিনে আছেন। এ সময় তাকে অশ্রু সিক্ত দেখা যায়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর জানান, তার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ থানায় ভাংচুর ও বিষ্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। সংগত কারণেই তাকে ঝিনাইদহ পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের গণমাধ্যম কর্মীরা জানান- বিকাশ কুমার ঘোষকে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর সহযোগীতায় নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মের মাধ্যমে জিপি করা হয়। তাকে ব্যবহার করে মিন্টু বাহিনী ঝিনাইদহে শত শত বিঘা সরকারি সম্পত্তি নিজেরা দখল করে নেয় এবং বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা তার কারণে আইনী সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবি’র মাদক বিরোধী অভিযান, আটক-২

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি’র মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের সাহাজুলের ছেলে শামীম হোসেন (৩৮) ও দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আমিনুল ইসলামকে (৩১) আটক করেছে।

বিজিবি জানায়, গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ হাইওয়ে সড়কের জাফরপুর বাজারের পাশে এ্যাম্বুশ করে। এসময় বিজিবি আভিযানিক দল সন্দেহভাজন ০২ জন মোটরসাইকেল আরোহীকে ঝিনাইদহ অভিমুখে যেতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে।

সে সময় বিজিবিকে দেখে টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটর সাইকেল আরোহীগণ পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি আভিযানিকদল তাদেরকে ধাওয়া করে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ মহাসড়কের বদরগঞ্জ নয় মাইল নামক স্থান হতে আটক করে। বিজিবি তাদের মোটরসাইকেল ও ব্যাগে থাকা ১০ কেজি গাঁজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিলসহ তাদেরকে আটক করে।

এ ঘটনায় নায়েক জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা মাদক আইনে মামলা করেছে। গতকালই তাদের দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

গাংনীতে ইয়াবা ও

ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আটক ব্যক্তির নাম সেন্টু (৪০), তিনি গাংনীর বামন্দী চেরাকী পাড়ার মৃত ছবকুল হোসেনের ছেলে।

সেনাবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৭ মে) রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পে একটি গোপন সংবাদ আসে যে সেন্টু নামক এক ব্যক্তি ইয়াবার একটি নতুন চালান নিজ বাড়িতে মজুত রেখেছেন।

তথ্য পাওয়ার পরপরই মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর ফজলে রাব্বির নেতৃত্বে একটি টিম রাত ৯টা ৩০ মিনিট থেকে পরদিন ভোর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বামন্দী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানকালে সেন্টুর বাড়ি থেকে ২৩০ পিস ইয়াবা, ১০২টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আটক সেন্টুকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদায় গরু চোর আটক; থানায় সোপর্দ

দামুড়হুদার ডুগডুগী গ্রামে গভীর রাতে গরু চুরি করতে এসে কৌশলে জনতার হাতে পাকড়াও হয়েছে, তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী কলোনি পাড়ায় মৃত হামিদুলের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে গরু চুরি করতে গিয়ে চুয়াডাঙ্গা নুরনগর গ্রামের মৃত মুরশিদ শেখের ছেলে রফিকুলকে হাতেনাতে আটক করে স্থানীয়রা।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, ডুগডুগী কলোনি পাড়ায় মৃত ভ্যান চালক হামিদুল আনুমানিক ৬-৭ বছর আগে হঠাৎই মৃত্যুবরণ করেন, তার মৃত্যুর পর থেকে তিন মেয়ে ও এক ছেলের সংসার নিয়ে খুবই দিশেহারা হয়ে পড়ে মৃত হামিদুলের স্ত্রী মাহফুজা বেগম(৪৫)। তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে কোন রকম খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো এই ভুক্তভোগী মাহফুজা বেগম।

মাহফুজা বেগমের ৩ মেয়ের বিয়ের পর থেকে ছোট ছেলেকে নিয়ে দিন পার করতে থাকে। এরই মধ্যে অনেক কষ্টসাধ্য করে একটি বকন গরু কেনেন আর এই গরু লালন পালন করতে থাকেন, এরই একপর্যায়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২◌ঃ০০ টার দিকে সঙ্ঘবদ্ধ চোরের দল গরু চুরি করতে তার বাড়িতে ঢোকে, গোয়াল ঘরে।

গরুর দড়ি খোলার সময় ভুক্তভোগী মাহফুজা বেগম কোন ভাবে টের পেয়ে যায় এ সময় তিনি বুদ্ধি করে গোয়াল ঘরের গেট আটকিয়ে দেয়, তিনি বুঝতে পারেন কেউ তার গরু চুরি করতে এসেছে, তারপর গোয়াল ঘরের গেট আটকিয়ে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, তখন সঙ্ঘবদ্ধ চোরের হোতা রফিকুল গোয়াল ঘরে আটকে পড়লে বাকি সদস্যরা পালিয়ে যায়, তখন মাহফুজা বেগমের চিৎকারে স্থানীয় প্রতিবেশীরা ছুটে এসে গরু চোর হোতা রফিকুলকে গোয়াল ঘরের ভেতর থেকে আটক করে।এ সময় গোয়াল ঘরে আটকানোর পর গরু চোর হোতা রফিকুল গোয়াল ঘরের দেয়াল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ চেষ্টা বৃথা হয়।

এলাকাবাসী গরু চোর হোতা রফিকুলকে পাকড়াও করে উত্তম মধ্যম দিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই বিধবা মাহফুজা বেগমের বুদ্ধিমত্তার কারণে তার গরুটি রক্ষা পেলো। এদিকে গ্রাম্য ভাষায় একটা প্রবাদ আছে চোরের মার বড় গলা তেমনটাই দেখালেন এই গরু চোর হোতা রফিকুলের স্ত্রী, গতকাল বৃহস্পতিবার দিনের বেলা ডুগডুগী কলোনি পাড়ায় এসে উল্টো স্থানীয় প্রতিবেশীদেরকে মামলার ভয় দেখিয়ে যায়, বলে আমার স্বামীর যদি কিছু হয়ে যায় তোদের একটা কেউ ছাড়বো না, এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। চোরের মার বড় গলা।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রফিকুল নামে একজনকে আটক করা হয়েছে

এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকালই তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমান্তে ৭০৪ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) একটি বিশেষ অভিযানে মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমান্ত থেকে দুই পাচারকারীকে আটকসহ প্রায় ৭০৪ গ্রাম ওজনের চারটি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বাজারমূল্য প্রায় ৯৪ লাখ ৮৭ হাজার ৮৪০ টাকা।

বুধবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে বুড়িপোতা বিওপির (বর্ডার আউট পোস্ট) বিশেষ আভিযানিক দলের একটি দল শ্যানপাড়া তিন রাস্তার মোড়ে অ্যাম্বুশ করে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানটি পরিচালিত হয় চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের দিকনির্দেশনায় এবং আভিযানিক দলের নেতৃত্ব দেন নায়েক মো. মাসুদ হাওলাদার।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত পিলার ১১৭ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তি বাইসাইকেলযোগে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বিজিবির টহলদল তাদের থামার সংকেত দিলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। পরে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে তাদের আটক করতে সক্ষম হন।

আটককৃতরা হলেন বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে মো. কালাম (৪৪) ও মৃত ঝড়ু মণ্ডলের ছেলে মো. আরজ আলী (৭১)।

বিজিবি জানায়, অভিযানের ঘটনায় বুড়িপোতা বিওপির টহল কমান্ডার নায়েক মো. মাসুদ হাওলাদার বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃত আসামিদের থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণ মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী, শিশুসহ আটক-৫৯

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশুসহ ৫৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটকৃতদের মধ্যে ২৬ জন শিশু, ১৮ জন নারী ও ১৫ জন পুরুষ। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। এছাড়া ২৭ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে আটটায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধীন শ্যামকুড়, খোশালপুর, বেনীপুর, বাঘাডাঙ্গা ও লড়াইঘাট বিওপির পৃথক অভিযানে মোট ৫৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি। আটককৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। আটককৃতদের মধ্যে ২৬ জন শিশু ও ১৮ জন নারী। আটককৃত বাকি ১৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিক। তারা ঢাকা, নড়াইল, সুনামগঞ্জ, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার বাসিন্দা।

এছাড়া সীমান্ত বিওপির পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ২৭ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে বিজিবি। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।

মহেশপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আটকৃত প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিকদের মামলা দায়েরের মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে। এছাড়া আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস এন্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী- শিশুসহ ২২ বাংলাদেশি আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া পৃথক মাদক বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার (১১ মে) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধীন কুমিল্লাপাড়া, খোশালপুর ও জীবননগর বিওপির অভিযানে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি।

আটকদের মধ্যে ৪ জন নারী ও ৩ জন শিশু। বাকি ১৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আটক ব্যক্তিরা নড়াইল, যশোর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, বাগেরহাট, নোয়াখালী ও খাগড়াছড়ি জেলার বাসিন্দা।

এছাড়া বেনীপুর, উথলী ও রাজাপুর বিওপির পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৪২ বোতল ভারতীয় মদ, ৩ কেজি গাঁজা ও ৯৫২ পিস নিষিদ্ধ উত্তেজক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, আটকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। আটক নারী ও শিশুদের যশোরের জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় ফেনসিডিলসহ দুই

মাদক পাচারকারী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মাদকদ্রব্য পাচারের সময় ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পুড়াপাড়া মাঠের উত্তর পাশে পাকা রাস্তার উপর বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, দামুড়হুদা সদর দশমীপাড়ার মো. আবেদ আলীর ছেলে মো. মামুন আলী (৩৩) এবং মৃত শরমান দফাদারের ছেলে মো. রুহুল (৩০)।

জেলা ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার দিকনির্দেশনায় ওই এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীদের কয়েকজন পালিয়ে গেলেও মামুন ও রুহুলকে ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মেহেদী হাসান জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মেহেরপুরে গাঁজা গাছসহ ২ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। শুক্রবার (৯ মে) রাত ১১ টার দিকে দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদি পশুর খামারে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন সাইজের ৫ টি গাঁজাগাছ ও ২০ গ্রাম গাঁজাসহ তাদেরকে আটক করা হয়।

আটকরা হলো উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার গোলাম

হোসেনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৩) এবং একই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার হযরত আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩৩)।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১০ মে) সকাল ১০ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদিপশুর খামারে গাঁজা গাছের চাষ হচ্ছে এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে একটি টিম শুক্রবার দিবাগত রাত ১১ টার সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে খামারের মালিক সাদ্দাম হোসেন ও তার কর্মচারী দেলোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া তথ্য মতে, বিভিন্ন সাইজের ৫টি গাঁজা গাছ, ২০ গ্রাম গাঁজা,গাঁজা সেবন প্রস্তুতের সরঞ্জাম (কাঁচি ও কাঠি), নগদ ৫ হাজার টাকা এবং পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়।

সাদ্দাম হোসেন গবাদি পশুর খামার পরিচালনা এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা চাষ করে আসছে বলে জানায় সেনা বাহিনী।